দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 23 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

শিক্ষা ব্যবস্থা এবং কিছু কথা

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড, শিক্ষা সভ্যতার আলোকবর্তিকা, ইত্যাকার আদর্শ ও নীতিকথা একরকম বাসি হয়ে গেছে বলে মনে হয়। এরকম নীতিকথার আবেদনও যেন ফুরিয়ে গেছে। আজকাল শিক্ষা নিয়ে, শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে, শিক্ষাসমস্যা নিয়ে দেশের সরকার থেকে বিরোধীদল, বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষ ভাবনা-চিন্তা যে করছেন না, তা নয়। তাঁরা ভাবছেন, কার্যক্রম তৈরি করছেন এবং জাতীয় বাজেটে এই শিক্ষাখাতেও অগ্রাধিকার দিয়ে পর্যাপ্ত ব্যয়বরাদ্দও রাখা হচ্ছে। তবু, কাজের কাজটা হচ্ছেনা। শিক্ষার হার বাড়ছেনা। সাক্ষরতারও হার বাড়ছেনা। তাহলে শিক্ষাব্যবস্থা বা শিক্ষানীতির মূলে নিশ্চয় কোন গলদ হয়তো রয়েছে। নাহলে, শিক্ষা ছাড়া জাতির ভবিষ্যত অন্ধকার— একথা জেনেও আমরা এই অন্ধকার দূর করতে পারছিনা কেন? আজ সমগ্র সমাজকে গ্রাস করতে চলেছে এই অন্ধকার। আর এই অন্ধকারের সুযোগে সমাজের বুকে ঢুকে পড়ছে অশিক্ষা-কুশিক্ষা। যার ফলে, জাতির অগ্রগতি হয়ে পড়ছে শ্লথ ও বাড়ছে সামাজিক অনাচার। বাড়ছে হত্যা, হাইজাকসহ নানাবিধ অরাজক কর্মকাণ্ড। এই অবস্থা থেকে জাতিকে পরিত্রাণ পেতে হবে। আর, এইসব সামাজিক অনাচার দূর করতে হলে শিক্ষাকে যেকোন মূল্যে অগ্রাধিকার দিয়ে তার চিন্তায় বিস্তার ঘটাতে হবে। আজ সারাদেশের শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা লুণ্ঠিত। শিক্ষাঙ্গনে শিক্ষার পরিবেশ অনুপস্থিত। শিক্ষাঙ্গন আজ একশ্রেণীর ছাত্র-শিক্ষকের দলীয় কোন্দলের রণাঙ্গন। প্রকৃত শিক্ষকরা আজ মর্যাদাহারা এবং ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত। প্রকৃত শিক্ষার্থীরাও আজ হাতাশাগ্রস্ত। এই অবস্থার অবসান করা নাহলে সর্বস্তরে শিক্ষাব্যবস্থাকে কোন অবস্থায়ই কার্যকরী করা সম্ভব হবেনা বলে পর্যবেক্ষক মহল মতপ্রকাশ করছেন।

উল্লেখ করা দরকার, দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা থেকে শুরু করে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে একই চিত্র বিদ্যমান। বিশেষ করে, প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এই চিত্র আরও উদ্বেগজনক। যদিও বর্তমান সরকার শিক্ষাব্যবস্থাকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন, বিশেষ করে, প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক জোর দিয়ে বাধ্যতামূলক, অবৈতনিক এবং খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা প্রভৃতি কার্যক্রম শুরু করেছেন। তথাপি, এক্ষেত্রে আশানুরূপ এবং ইপ্সিত ফল অর্জিত হচ্ছে না।

এপ্রসঙ্গে গত সোমবার পৃথক একটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত একটি মফস্বল সংবাদের উদ্ধৃতি দেয়া যায়। সেসংবাদে বলা হয়েছে, চুয়াডাঙ্গা জেলার ৪টি থানায় ১৩টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। বলা বাহুল্য, এই চিত্র কেবলমাত্র চুয়াডাঙ্গার চিত্র নয়। সারাদেশেই এই চিত্র বিদ্যমান। বিদ্যালয়ে গ্রন্থের অভাব ছাড়াও শিক্ষকের স্বল্পতাও বিদ্যামান।

স্কুলগৃহ এবং স্কুলের শিক্ষকের অভাব থাকলে শিক্ষার্থীদের অভাব যে থাকবে, একথা সহজেই অনুমেয়। এসব ছাড়াও যেখানে স্কুলগৃহ আছে, সেখানে শিক্ষক নেই। যেখানে শিক্ষক আছেন, সেখানে শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাসে আসেননা। কোথাও খোলা আকাশের নিচে ক্লাস চলানো হয়। এটাই এখন এদেশের প্রাথমিক শিক্ষার প্রকৃত চিত্র। এই চিত্র ছাড়াও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতিও বিরূপ; কারণ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অধীন পরিবীক্ষণ, বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন বিভাগের (আইএসইডি) সাম্প্রতিক এক পরিদর্শন প্রতিবেদনে জানা গেছে, গ্রামাঞ্চলে বর্ষাকালে ৪০ ভাগ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ক্লাস নেয়া সম্ভব হয়না। প্রতিবেদনটিতে আরও উল্লেখ করা হয়, নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয়গৃহ নির্মাণ, মেরামত ও সংস্কারের ব্যাপারে শিক্ষামন্ত্রণালয়ের অথবা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কোন সুষ্ঠু নীতিমালা নেই।

এসব ছাড়াও আরেক প্রতিবেদনে উল্লেখ আছে যে, দেশে প্রাথমিকশিক্ষা বাধ্যতামূলক করার পর এবং এক্ষেত্রে ব্যাপক ব্যয়বরাদ্দ ধার্য করা সত্ত্বেও বর্তমানে দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা প্রায় ৮ কোটি ৮০ লাখের বেশি শিশু কখনও স্কুলের আঙ্গিনায় পদার্পণ করতে পারছেনা। আর, এ-অবস্থা চলতে থাকলে আগামী দু'হাজার সাল নাগাদ দেশে নিরক্ষরের সংখ্যা দাঁড়াবে ১১ কোটি। আমাদের জাতীয় স্বার্থে, জাতিগঠনের স্বার্থে এবং দেশের উন্নয়ন ও অগ্রগতির স্বার্থে প্রাথমিকশিক্ষা বাস্তবায়নের সকল কর্মসূচীর রূপায়ন অত্যাবশ্যক বলে পর্যবেক্ষক মহলের সঙ্গে আমরাও দাবি করছি।